পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ ও নক্ষত্রের সংখ্যা

একদা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হুকুম করে পাঠালেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে– ‘‘তোমার কাছে আমি জানতে চাই–পৃথিবী কত লম্বা, কত চওড়া, এবং আকাশে নক্ষত্রই বা কতগুলি? তুমি যতশীঘ্র সম্ভব গণনা করে এর উত্তর আমার কাছে পাঠাবে।’’

রাজার তো চক্ষুস্থির। এ আবার কি বেয়াড়া হুকুম? পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ মেপে বলা কি সোজা? আর নক্ষত্রের সংখ্যা কেউ গণনা করে বলতে পারে নাকি? কিন্তু পারবো না বললেই নবাব চটে যাবেন, সেও এক ভীষণ বিপদ। রাজা বড়ই চিন্তায় পড়লেন।

এমন সময় গোপাল এসে উপস্থিত। রাজাকে চিন্তাকুল দেখে সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। রাজা নবাবের উদ্ভট খেয়ালের কথা জানালেন গোপালকে। তখন গোপাল হেসে বললে –‘‘ও–গণনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না মহারাজ! আপনি লিখে পাঠান–বাঁশ–দড়ি ইত্যাদি কেনবার জন্যে কিছু টাকা যেন পাঠিয়ে দেন। আমি বছর–খানেকের ভেতর সব গুণে–গেঁথে ঠিক করে দেবো।’’

রাজা তখনই গোপালের পরামর্শ মত চিঠি লিখে পাঠালেন নবাব–দরবারে। নবাব খেয়ালী লোক। পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ আর নক্ষত্র–সংখ্যা গণনা করবার উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে শুনে, তার খরচার জন্য তখনই এক হাজার টাকা তিনি পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগরে। গোপাল সেই টাকা নিয়ে দেদার বড় মানুষি করতে থাকলো এক বছর ধরে। রাজা যখনই জিজ্ঞাসা করেন– ‘‘কতদূর কি হলো গোপাল?’’ তখনই সে উত্তর দেয়–‘‘সব ঠিক হয়ে যাবে মহারাজ! একটা বছর যেতে দিন তো!’’

> **পড়ে কী বুঝলে?**
>
> 1. পদ মর্যাদায় কে বড়?
>   (ক) নবাব বাহাদুর
>   (খ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
> 2. নবাবের উদ্ভট খেয়াল কী ছিল?
> 3. ‘‘ও গণনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না’’ এই কথাটিতে ‘আমি’ কে? কাকে এই কথাটা বলেছে?

ঠিক এক বছর পরে নবাব তাগাদা করে পাঠালেন–‘‘গণনার কতদূর কি হলো?’’

কৃষ্ণচন্দ্র গোপালকে ডেকে বললেন–‘‘এবার কি বলা যায় নবাবকে?’’

গোপাল বললে–‘‘আপনি লিখে দিন, মাপজোখ, গণনা এখনও শেষ হয়নি। এদিকে

টাকা ফুরিয়ে গেছে। আরও বাঁশ–দড়ি কিনতে হবে। আর কিছু টাকা চাই।"

কৃষ্ণচন্দ্রের এত্তেলা পেয়ে নবাব আরও এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন সঙ্গে–সঙ্গেই।

আবার ছ'মাস পরে নবাব তাগাদা ক'রে পাঠালেন। এবার কৃষ্ণচন্দ্র বললেন–"না গোপাল, এখন যা হয় একটা কিছু না করলেই নয়। শেষকালে নবাব তোমার আমার দু'জনের ওপরই ভীষণ চটে অনর্থ করবেন।" গোপাল তাঁকে অভয় দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাত্রার জন্যে তৈরী হতে লাগলো। সে পনেরো–খানা গরুরগাড়ী

পড়ে কী বুঝলে?

1. পৃথিবীর লম্বা–চওড়া মাপবার জন্য গোপাল কী কিনতে চাইল?
2. গোপাল গণনা করার জন্য কতদিনের সময় চেয়েছিলেন?
3. নবাব খরচের জন্য প্রথমে কত টাকা পাঠালেন?

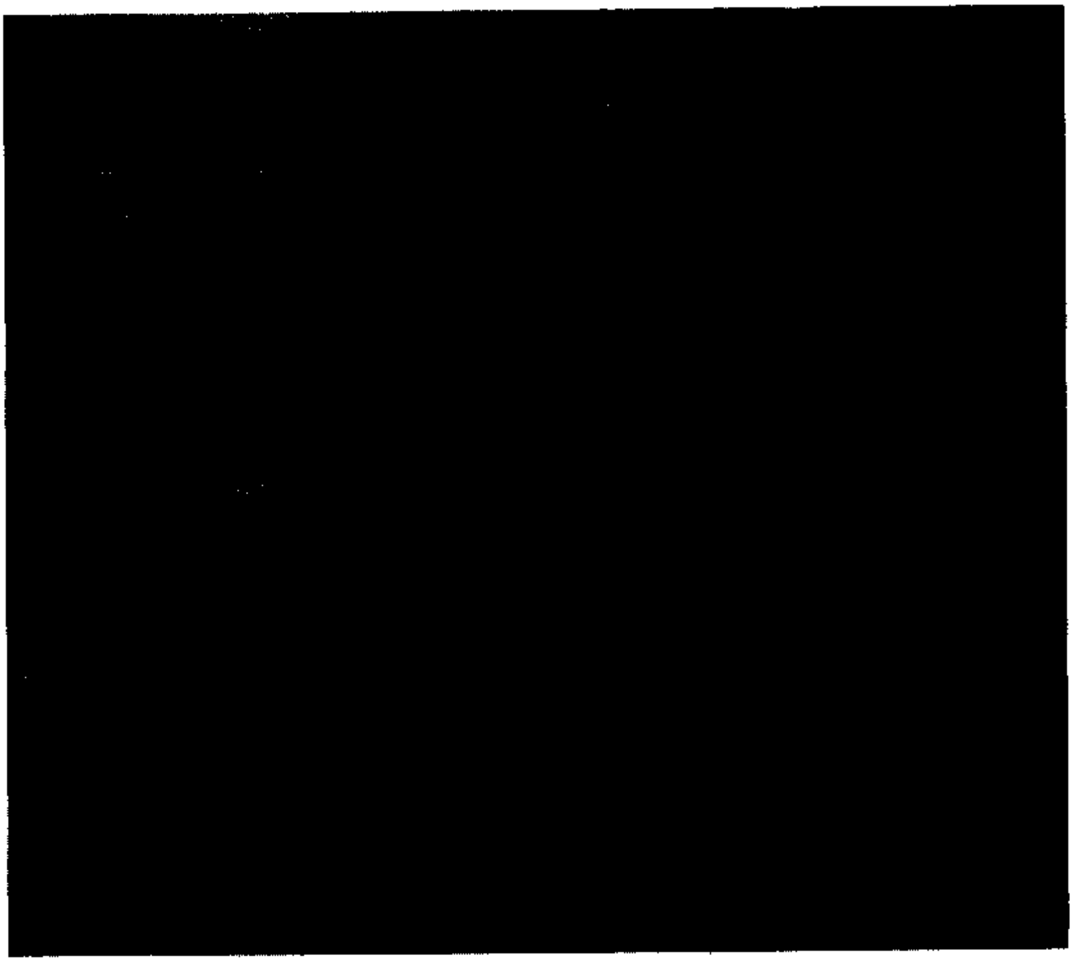

বোঝাই করলে সরু দড়ি দিয়ে, আর পাঁচটা নিলে-ঘন লোমওয়ালা বড়-বড় ভেড়া। এই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গোপাল নবাব-দরবারে গিয়ে হাজির হলো, নবাবকে কুর্ণিশ করে নিবেদন করলে-''খোদাবন্দ! আমি অতি কষ্টে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে এনেছি, নক্ষত্রের সংখ্যাও গণনা করেছি। তবে মাপের দড়িগুলো এখনো মাপা হয়নি। আর নক্ষত্রের হিসাব রেখেছি ঐ পাঁচটা ভেড়ার গায়ে। ওদের গায়ে যত লোম আছে, আকাশের নক্ষত্রও ঠিক অতগুলো। এখন হুজুরকে মেহেরবানি করে ঐ দড়িগুলো মেপে নিতে হবে আর ঐ ভেড়াগুলোর লোম গুণে নিতে হবে।''

নবাব শুনেই স্তম্ভিত! ঐ পনেরো গাড়ী বোঝাই সরু দড়ি আর ঐ ভেড়ার লোম গুণে নেওয়া কি সোজা কাজ? ও কাজ করতে হলে তো রাজ্যের সমস্ত ছোট-বড় কর্ম্মচারীকে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে ছ'মাস এখন ওই নিয়েই থাকতে হয়! তিনি রেগে বললেন-''আমি পারবো না ওসব মাপতে আর গুণতে। তুমি মেপে আর গুণে যা ঠিক করেছো তাই বলো।''

গোপাল তখন গম্ভীর ভাবে বললে-''পৃথিবী লম্বায় হ'লো তিন পরার্দ্ধ নিরানব্বই অর্ব্বুদ গজ। আর চওড়ায় হলো, দুই পরার্দ্ধ, সাত মহাপদ্ম, সত্তর কোটী, বাহান্ন লক্ষ ছয়শো একত্রিশ গজ। আর নক্ষত্রের সংখ্যা হলো, তিনশো তেত্রিশ কোটী পরার্দ্ধ''।

নবাব চেঁচিয়ে বললেন-''তিনশো তেত্রিশ কোটী পরার্দ্ধ? সেটা কত হে?''

পড়ে কী বুঝলে?

১. গোপাল কোথায় যাত্রা করবার জন্য তৈরি হোল?

২. আকাশে নক্ষত্রের হিসাব দেবার জন্য সে সঙ্গে কী নিয়েছিল?

৩. সুবিবেচক শব্দটির অর্থ কী?

গোপাল বললে-''ধারাপাতে হিসাব আছে-একশো কোটীতে এক অর্ব্বুদ, একশো কোটী অর্ব্বুদে এক পদ্ম-একশো কোটী পদ্মে-''

নবাব দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন-''রক্ষা করো বাপু তুমি! তোমার দড়ি-গাড়ী, ভেড়া আর ধারাপাত নিয়ে বিদায় হও শীগ্‌গির! তোমার অঙ্কের ঠেলায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।''

গোপাল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে–‘‘খোদাবন্দ! এত মেহনৎ করে হুজুরের হুকুম তামিল করলাম। পৃথিবীটা যে এত লম্বা এক আকাশের যে নক্ষত্র এত বেশী, সেটা কি আর বান্দার কসুর?

নবাব সুবিবেচক লোক। বললেন–‘‘না–না, তা বলতে পারিনে। তুমি সত্যিই মেহনৎ করেছো বটে। দাও তো উজীর! একে হাজার টাকা বকশিশ দিয়ে এখনি বিদায় করো।’’

আবার হাজার টাকা বকশিশ নিয়ে গোপাল মুর্শিদাবাদের বাজারে গেল। সেখানে পনেরো গাড়ী দড়ি আর ভেড়া পাঁচটা বিক্রী করে দিয়ে, হাসিমুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলে। বলা বাহুল্য, রাজাও তাকে আর–এক দফা পুরস্কার দিলেন।

জেনে রাখো

মানুষ বিপদে পড়লে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কিভাবে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার সরস সুন্দর উদাহরণ এই ছোট গল্পটি।

কৃষ্ণনগর	–	পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি ছোট জেলা
ভাঁড়	–	বিদূষক, পরিহাস করতে পারে এমন ব্যক্তি
কুর্ণিশ	–	সেলাম
বান্দা	–	ভৃত্য
অনর্থ	–	অমঙ্গল, ভুল অর্থ, অনিষ্ঠ
মেহেরবানি	–	দয়া
ক্ষুণ্ণ	–	দুঃখিত
কসুর	–	অপরাধ
সুবিবেচক	–	ভালভাবে যে বিচার করে
উজীর	–	মন্ত্রী
ধারাপাত	–	গণিতের প্রাথমিক সূত্র

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. কোথাকার নবাব বাহাদুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে হুকুম পাঠালেন?
2. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোথাকার রাজা ছিলেন?
3. নবাবের পাঠানো প্রথম একহাজার টাকা নিয়ে গোপাল কী করল?
4. দ্বিতীয়বারে নবাবের পাঠানো টাকা দিয়ে গোপাল কী কিনল?
5. গোপাল কয়টি গাড়ি নিয়ে কোথায় যাত্রা করল?
6. পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ গোপাল কিসে রেখেছিল?
7. আকাশের নক্ষত্রের হিসাব গোপাল কিসে রেখেছিল?
8. গোপালের মুখে হিসাব শুনে নবাব কী করলেন?
9. নবাব হিসাব শুনে উজীরকে কী আদেশ করলেন?
10. বখশিশ নিয়ে গোপাল মুর্শিদাবাদ বাজারে গিয়ে কী করল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

11. নবাবের উদ্ভট খেয়ালের কথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপালকে জানাতে গোপাল কী উত্তর দিল? লেখো।

12. মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে গোপাল কী কী নিয়ে কেমন করে হাজির হোল?

13. নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে গোপাল যেভাবে পৃথিবীর মাপ ও নক্ষত্রের গণনার বর্ণনা দিয়েছে তুমি তা নিজের ভাষায় বিস্তারিতভাবে লেখো।

14. গোপাল বুদ্ধি খাটিয়ে যে অদ্ভুত হিসাব নবাবকে দিল তা পড়ে গোপাল সম্বন্ধে তোমার কী ধারনা হয়? যা বুঝেছ নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো–

অনর্থ	হেসে
উত্তর	শেষ

উপস্থিত	সরু
খারাপ	সোজা
বেশি	সত্যি

2. **দুটি বর্ণ পাশাপাশি থাকলে অনেক সময় একসাথে মিলে একটি অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি হয়। একে বলা হয় সন্ধি। যেমন : মিতা + আলি = মিতালি। স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ হলে তাকে বলা হয় স্বরসন্ধি। যেমন : মন + অন্তর = মনান্তর। নিচের শব্দগুলিকে এইভাবে আলাদা করে দেখাও–**

বোঝাই	আমারি
চিন্তাকুল	কারো
শতেক	চারেক
তখনি	খানিক
এখনো	বড়াই

3. **নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো–**

পৃথিবী	খেয়ালী
নক্ষত্র	গম্ভীর
আকাশ	চওড়া